দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ... DEC. 26 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

চবি'তে ছাত্রলীগ-শিবির মুখোমুখি ॥ ভিসির অপসারণ দাবিতে শিক্ষকদের আন্দোলনের হুমকি

তৌহিদ ইবনে ফরিদ, চবি থেকে ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের পাশাপাশি এখন শিক্ষকগণও আন্দোলনে নেমেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকগণ অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত ছাত্রহত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং ভিসি-প্রোভিসির অপসারণ না হলে অসহযোগ আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন। আগামীকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবির আহূত অবরোধ পাল্টা অবরোধকে কেন্দ্র করে উভয় সংগঠন মুখোমুখি এখন অবস্থানে। ২ ছাত্রলীগ নেতাকে হত্যা করতে ছাত্র শিবির "ডেড স্কোয়াড" গঠন করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে বিডিআর নামানোর কথা ভাবছেন কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ মদদে উপর্যুপরি ছাত্র হত্যা এবং সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে এর প্রতিবাদে শনিবার প্রেসক্লাব চত্বরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমাজ আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পিছনে ইন্ধনদাতা হিসাবে ভিসি ও প্রোভিসিকে দায়ী করে অবিলম্বে তাদের অপসারণ দাবি করেন। বক্তারা বর্তমান প্রশাসনের আমলে সংঘটিত সকল ছাত্র হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য কমিশন গঠন করে হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান। একই সাথে ক্যাম্পাস থেকে দলীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার ও সারা দেশে পুলিশ বাহিনীর নিরপেক্ষ ও মানবতাবাদী ভূমিকা পালনের দাবি জানান। দাবিসমূহ বাস্তবায়নপূর্বক ক্যাম্পাস ও ফ্যাকাল্টিতে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে না আনা হলে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসমাজ বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে কঠোর অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করবে বলে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রোভিসি ডঃ বদিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ডঃ মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, বিজ্ঞান অনুষদের সাবেক ডিন ডঃ এম এ সালেহ ও ডঃ ইউসুফ শরীফ আহমেদ খান এবং চবি সিন্ডিকেট সদস্য ডঃ আনম মুনীর আহমদ চৌধুরী, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সাবেক মহাসচিব ডঃ সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, ডঃ সৈয়দ মোঃ আতহার, ডঃ এজেএম নুরুদ্দীন চৌধুরী, ডঃ মুহাম্মদ শামসুদ্দিন ও ডঃ মাহফুজুল হক প্রমুখ। সমাবেশ শেষে এক বিশাল মৌন মিছিল প্রেসক্লাব চত্বর থেকে শুরু হয়ে লালদীঘির সিএমপি কমিশনার কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষক সমাজের পক্ষে প্রস্তাব পাঠ করেন ডঃ মোহাম্মদ মাহবুব উল্লাহ।

এদিকে আগামীকাল সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবির আহূত লাগাতার অবরোধ পাল্টা অবরোধ কর্মসূচীর কারণে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। উভয় সংগঠন এখন রণসাজে সজ্জিত। শিবিরের অবরোধে বাধা দেয়ার পরিণতি ভয়াবহ হবে বলে শিবির হুঁশিয়ারি দিয়েছে। ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক মোঃ কলিম ও ছাত্রলীগ নেতা বাহারের জন্য শিবির ডেড স্কোয়াড গঠন করে তাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়। অপরদিকে দ্বিধাবিভক্ত ছাত্রলীগও ঐক্যবদ্ধ হয়ে অবরোধ পালনের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়েছে। ফের সহিংস ঘটনা এড়াতে ইতোমধ্যে ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। প্রয়োজনে বিডিআর নামানো হতে পারে বলে প্রশাসন সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ১নং ও ২নং সড়কে প্রতিদিন রাতে থেমে থেমে গুলি ও বোমার শব্দ শোনা যাচ্ছে। উভয় সংগঠন মহড়া দিচ্ছে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়।

SHEET — OF — SHEETS